২৮/৪/২০০৩

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাজেট বরাদ্দ সত্ত্বেও দিবসটি পালিত হইতেছে না

সাহাবুল হক ॥ নির্ধারিত বাজেট বরাদ্দ হইলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগেরও বেশী সময় ধরিয়া 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালিত হইতেছে না। বৎসরান্তে এই খাতে ৩ লক্ষ টাকা জমা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই জানে না বিশ্ববিদ্যালয় দিবস কি বা আদৌ উদযাপিত হইত কিনা। এ ব্যাপারে কাহারও কোন উদ্যোগও নাই। গত ১২

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জানুয়ারী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মত 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালিত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর মনে এ ব্যাপারে আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ছাত্র জীবনের সমাপনী দিবস হিসাবে এককালের প্রচলিত 'র‍্যাগ ডে'র পরিবর্তে ১৯৮৩ সাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালন শুরু হয় বলিয়া জানা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বমোট ৫ বার এই দিবস উদযাপিত হইয়াছে। সর্বশেষ দিবস পালিত হয় ১৯৮৯ সালের ৩১ মার্চ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্র হইতে জানা যায়, অতীতে এই দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছুই অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য থাকিত উন্মুক্ত। ঐ সময় এই দিবস 'ওপেন ডে' হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। উন্মুক্ত দিবস হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক আবহের খানিকটা আমেজ সর্বসাধারণের মাঝে ছড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই দিবস পালিত হইতে শুরু করে। এই দিনে কেন্দ্রীয়ভাবে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, অতীত ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতি রোমন্থন, পুস্তক প্রদর্শনী প্রভৃতির আয়োজন করা হইত। দূর-দূরান্ত হইতেও জনসাধারণ আসিত বিশ্ববিদ্যালয় দেখার জন্য। দিনভর অনুষ্ঠানে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটিত বলিয়া জানা যায়।

সূত্র জানায়, ১৯৮৩ সাল হইতে পর পর দুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে কর্তৃপক্ষ দিবসের আয়োজন স্থগিত করে। পরের বৎসর ১৯৮৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী চতুর্থবারের মত এবং ১৯৮৯ সালে শেষবারের মত বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে আর কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই।

গত ১২ বৎসরে সর্বমোট ৩৬ লক্ষ টাকা এই খাতে জমা হইয়াছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলিয়াছেন, এ ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করিতেছি।